রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৪ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৭, ২০১৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫৫—৪৬৮
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০১৫—১০২৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৪৭—১৪৭৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	৩০-০৬-২০১৪ ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	১৭—২৭

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ চৈত্র ১৪২০/২৩ মার্চ ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১৪.২০১৩-১০৪—যেহেতু, জনাব অসীম কুমার দে (৭৪৫৯), পরিচালক (উপসচিব) ও প্রকল্প পরিচালক, আদমশুমারি ও গৃহ গণনা-২০১১ প্রকল্প এর দায়িত্ব পালনকালে প্রকল্পের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিভিন্ন তারিখে বড় অঙ্কের নগদ অর্থসহ সর্বমোট ১,৪৫,১৩,৯১৮ (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ তের হাজার নয়শত আঠার) টাকা উত্তোলন করেন এবং আদমশুমারি ও গৃহ গণনা-২০১১ এর জন্য ক্রয়কৃত বিভিন্ন মালামাল গত ২৩-৩-২০১৩ তারিখে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত অবৈধভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে অপসারণ করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়াসহ ৫(পাঁচ) টি বিভিন্ন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজ করে এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৮-৬-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১৪.২০১৩-২২৯ নং স্মারকে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ৪-৭-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করলে গত ২৪-৭-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণান্তে তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য বেগম শামিমা ইয়াছমিন, যুগ্মসচিব, তদন্ত-১, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা আনীত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদনে ডাটা এন্টি, কোডিং, এডিটিং, রিপোর্ট এর সুপারভাইজিং/কন্ট্রোলিং দায়িত্ব পালনের জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তা পারিতোষিক বাবদ অর্থ গ্রহণ করে/অন্যকে প্রদান করে আর্থিক বিধি-বিধান ভঙ্গ করে অর্থ তছরুপের সামিল অপরাধ করেছেন এবং ইউএস সেন্সাস ব্যুরোর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট Ms. Maria Darr যে ফ্রিজ ও চেয়ারের ব্যক্তিগত মালিক ছিলেন ও পরে Ms. Maria Darr এর নিকট থেকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত ফ্রিজ ও চেয়ার ক্রয় করেন-এ দাবীর সপক্ষে তিনি কোন ডকুমেন্ট দেখাতে না পারায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ফ্রিজ ও চেয়ার অবৈধভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো হতে অপসারণ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

মর্মে সার্বিক মতামতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে উল্লেখ করেন;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাঁকে "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissial from Service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি যথাসময়ে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করে জবাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'আদমশুমারি ও গৃহ গণনা-২০১১' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদে পরিপূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন, প্রচলিত বিধি-বিধান ও পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করেছেন উল্লেখ করে ইউএস সেন্সাস ব্যুরোর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট Ms. Maria Darr এর নিকট থেকে উল্লিখিত ফ্রিজ ও চেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করে তাঁর উপর প্রস্তাবিত দণ্ড আরোপের পরিবর্তে আনীত অভিযোগ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বর্ণিত অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষ্যপ্রমাণ, ২য় কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন (অর্থাৎ ডাটা এন্ট্রি, কোডিং, এডিটিং, রিপোর্ট এর সুপাইভাইজিং/কন্ট্রোলিং) এর জন্য অতিরিক্ত পারিতোষিক প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প দলিলের সংস্থান ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী পারিতোষিক বাবদ অর্থ নিজে গ্রহণ করে এবং অন্যকে প্রদান করে আর্থিক বিধি-বিধান লঙ্ঘন করাসহ সরকারি কর্মকর্তার জন্য শোভনীয় নয় এরূপ আচরণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পূর্বে গৃহীত দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের আংশিক পরিবর্তন করে "চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissial from Service) করার গুরুদন্ড প্রদানের পরিবর্তে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী "০২ (দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত" (withholding of two increments for two years) করার লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব অসীম কুমার দে (৭৪৫৯), প্রাক্তন পরিচালক (উপসচিব) ও প্রকল্প পরিচালক, আদমশুমারি ও গৃহ গণনা-২০১১ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী "০২ (দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত" (withholding of two incrememts for two years) করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হল। তিনি দন্ডের মেয়াদ অন্তে বেতন স্কেলের বর্তমান ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাঁর দণ্ড বলবৎ থাকাকালীন সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ চৈত্র, ১৪২০/০২ এপ্রিল, ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.১৩-১০৮—যেহেতু, জনাব আব্দুল মান্নান (পরিচিতি নং ১৬১০৯), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), ডেমরা সার্কেল, ঢাকা, বর্তমানে সহকারী কমিশনার (ভূমি), খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে গত ২০-৩-২০১২ তারিখ হতে ০১-১০-২০১২ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), ডেমরা সার্কেল, ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক গত ১১-৯-২০১২ তারিখে আকস্মিকভাবে উক্ত কর্মকর্তার কার্যালয় পরিদর্শনকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ক্রম অনুসারে নামজারি কেস নিষ্পন্ন না করা, নামজারি আবেদনের প্রাপ্তি রসিদ প্রদান না করা, যথানিয়মে নামজারি কেসের নোটিশ জারি না করা, আবেদন পত্র যথাযথভাবে পূরণ না করে স্বাক্ষর করা, অর্পিত সম্পত্তি নামজারি করে সরকারি স্বার্থের ক্ষতি করা, ধারাবাহিক মালিকানা যাচাই না করে নামজারি আদেশ প্রদান করা, বি.এম.এ প্রশিক্ষণে থাকার সময় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে নামজারি অনুমোদন করা, দাপ্তরিক কর্মচারীদের বাদ দিয়ে বাইরের ভাড়াটে লোক দিয়ে অফিসের কাজ করানো এবং তাদের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ আদায় করা ইত্যাদি অভিযোগ আনয়ন করে জেলা প্রশাসক, ঢাকা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর দায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তার বিরুদ্ধে উক্ত বিধিতে অভিযোগ গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৪-৩-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১৪.১২-১১০ নম্বর স্মারকযোগে তার কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২-৩-২০১৩ তারিখ উল্লেখপূর্বক কৈফিয়ত তলবের লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১-৫-২০১৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান (পরিচিতি নং ১৬১০৯) তার প্রদত্ত লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে তার অবস্থান ও সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মোঃ মজিবুর রহমান (পরিচিতি নং ৩৬৮০), উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগসমূহের মধ্যে ৫০টি কেস নিষ্পত্তি বাদ রেখে পরবর্তী ক্রমের নামজারি কেস নিষ্পত্তি করা, নামজারির আবেদনের আবেদনকারীর অংশে শুনানির তারিখ ও নম্বর প্রদান করে আবেদনকারীকে না দেয়া, সঠিকভাবে নোটিশ জারি না করা, টাইপ করা আদেশপত্র ব্যবহার করা এবং আদেশের ফাঁকা অংশ যথাযথভাবে পূরণ না করে স্বাক্ষর করা, নামজারি কেস ৩৬৯৮/১২ ও ৫০৭৩/১২ নং মামলায় "খ" তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি সার্ভেয়ার জনাব আমজাদ হোসেনের প্রতিবেদন সত্ত্বেও নামজারি মঞ্জুর করা, অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্বীকৃতিমতে ১২৩৫ দাগের জমি আংশিক ভি.পি. "খ" তালিকাভুক্ত জেনেও নামখারিজ মঞ্জুর করা,

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের বক্তব্যে ৬-৯-২০১২ তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তরের পর গত ৮-৯-২০১২ তারিখ শনিবার ছুটির দিন অফিসে আসা ও অনিষ্পন্ন থাকা কাজ সম্পন্ন করা ইত্যাদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বিধায় তিনি সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে দোষী;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান (পরিচিতি নং ১৬১০৯) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান (পরিচিতি নং ১৬১০৯), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), ডেমরা সার্কেল, ঢাকা, বর্তমানে সহকারী কমিশনার (ভূমি), খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অপরাধের গুরত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক তাকে আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য "টাইম স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ (Reduction to the lower stage in the time scale)" এর লঘুদণ্ড (তার বর্তমান বেতন স্কেল ১১০০০-২০৩৭০ টাকা এর সর্বনিম্ন ধাপে ১১০০০ টাকায় নির্ধারণ) প্রদান করা হল। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

উর্ধ্বতন নিয়োগ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ চৈত্র ১৪২০/২৫ মার্চ ২০১৪

নং ০৫.১৩২.০১৯.০০.০০.০৭১.২০১৪-৩১৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি (নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর সদস্য পদে সানুগ্রহ নিয়োগ প্রদান করলেন :

ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার
অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জন্ম তারিখ : ০১ নভেম্বর ১৯৫৪ খ্রি:

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুস সামাদ
উপসচিব।

বিধি-৪ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১০ চৈত্র ১৪২০/২৪ মার্চ ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১২-৭৫—নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুসারে ২৯ মার্চ, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ শনিবার জাতীয় সংসদের ১৩৭ টাঙ্গাইল-৮ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের ১৩৭ টাঙ্গাইল-৮ নির্বাচনী এলাকাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে ভোটগ্রহণের দিন ২৯ মার্চ, ২০১৪ খ্রিঃ/১৫ চৈত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ তারিখ শনিবার জাতীয় সংসদের ১৩৭ টাঙ্গাইল-৮ নির্বাচনী এলাকায় সাধারণ ছুটি (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় যদি উক্ত তারিখে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে) ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ ফাল্গুন ১৪২০/৪ মার্চ ২০১৪

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১০/২০১৩/৩৩৯—যেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব), শেরপুর (প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার চলতি দায়িত্ব), ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, লিখিত জবাব ও শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনান্তে তাকে সতর্ক করে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব), শেরপুর (প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব), ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল। ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য তাকে 'সতর্ক' করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়

আইন ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ ফাল্গুন ১৪২০/৫ মার্চ ২০১৪

নং ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৩.১২-৫৮—যেহেতু, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের

অভিযোগে সেন্সর বোর্ড এর সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান বর্তমানে সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর বিরুদ্ধে এ মন্ত্রণালয়ের ২৬-১২-২০১২ তারিখের নং ১৫.০০.০০০০.০২৮.০০৩.১২-১১৭ স্মারকমূলে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে ০৩/১২ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর ০৫-৭-২০১২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(সি) বিধি মোতাবেক ২১-৪-২০১৩ তারিখের নং ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৩.১২-৮৬ স্মারকমূলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব আবদুল মান্নান--কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এর অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

সেহেতু, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড এর সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান বর্তমানে সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ ফাল্গুন ১৪২০/১২ মার্চ ২০১৪

নং ৩৮.০০৮.০৩৫.০০.০০.০০৭.২০১২-১১৯—উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ১৩-৪-২০১০ তারিখের প্রাগম/বিদ্যা-২/১৬ (ম্যানেজিং কমিটি)-১/০৯-১৮৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করে নিম্নবর্ণিতভাবে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন ও এর পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হলো ঃ

১। কমিটির গঠন :

১.১	এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য	-	উপদেষ্টা
১.২	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	-	চেয়ারম্যান
১.৩	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান
১.৪-১.৫	উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান, দুই জন (বয়ঃজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদের ক্রম নির্ধারিত হবে)	-	ভাইস-চেয়াম্যান
১.৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	-	সদস্য
১.৭	উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
১.৮	পৌরসভার মেয়র (উপজেলার মধ্যে কোন পৌরসভা থাকলে তার মেয়র পদাধিকারবলে এ কমিটির সদস্য হবেন)	-	সদস্য
১.৯	একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১.১০	উপজেলার অন্তর্ভুক্ত মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা (জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১.১১	উপজেলা নিবাসী একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী (মহিলা) (মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১.১২	উপজেলা নিবাসী একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী (পুরুষ) (মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১.১৩	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির একজন সভাপতি (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১.১৪	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১.১৫	উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর	-	সদস্য
১.১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য-সচিব

২। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। যদি কোন উপজেলা ২টি নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে দু'জন সংসদ সদস্যই উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। সেক্ষেত্রে, দু'জন উপদেষ্টা একমত হয়ে প্রয়োজনীয় মনোনয়ন প্রদান করবেন।

৩। কমিটির চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের সকল দায়িত্ব নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান পালন করবেন।

৪। উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারে এ কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হবেন। বয়জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদের ক্রম নির্ধারিত হবে।

৫। মনোনীত ব্যক্তিদের নাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করতে হবে। সকল মনোনয়ন সম্পন্ন হলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করবেন।

৬। **উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবেঃ**

(ক) উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(খ) উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও শিক্ষকদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;

(গ) সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শিত হচ্ছে কিনা, তা পরিবীক্ষণ;

(ঘ) উপজেলা এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধ, ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু জরিপের সঠিকতা যাচাই ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা এবং এগুলো সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) উপজেলার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সুপারিশ প্রদান;

(চ) প্রচলিত নীতিমালার আলোকে বিদ্যালয় এমপিওভুক্তি এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়াদি যাচাই করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ছ) উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নকল্পে বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন;

(জ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৭। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির যে কোন সভায় কমপক্ষে ৯ (নয়) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে উক্ত সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

৮। কমিটি গঠন হওয়ার তারিখ থেকে এর মেয়াদ ৩ বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকবে। কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে পরবর্তী কমিটি গঠনের বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিসার এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়ের গোচরে আনবেন।

৯। উপজেলা শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান কোন কারণে পর পর দুই মাস উপজেলা শিক্ষা কমিটির নির্ধারিত নিয়মিত সভা আহ্বান করতে অপারগ হলে বা আহ্বান না করলে সেক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা কমিটির নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান কমিটির সভা আহ্বান করবেন ও তাঁর সভাপতিত্বে সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। এ প্রজ্ঞাপন পার্বত্য জেলাসমূহ অর্থাৎ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলাসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এ নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

১১। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাজরীন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যা-২)।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে]

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ জুন ২০১৪

নং ১২.০৫২.০২৮.০০.০০.০০১.২০১০(অংশ-২)-১০৪৭—কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন নিম্নে বর্ণিত ১৪টি অঞ্চল ও অঞ্চলাধীন জেলাসমূহের নাম, ১৫টি মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, শ্রেণীভিত্তিক ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টার এবং ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর তালিকা অনুমোদন করা হলো ঃ

(ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৪টি অঞ্চল এবং অঞ্চলাধীন জেলাসমূহের নাম ঃ

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	আওতাধীন জেলাসমূহের নাম
(১)	ঢাকা অঞ্চল	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল।
(২)	ময়মনসিংহ অঞ্চল	ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ।
(৩)	কুমিল্লা অঞ্চল	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
(৪)	চট্টগ্রাম অঞ্চল	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী।
(৫)	রাঙ্গামাটি অঞ্চল	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি।
(৬)	সিলেট অঞ্চল	সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ।
(৭)	রাজশাহী অঞ্চল	রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
(৮)	বগুড়া অঞ্চল	বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট।
(৯)	রংপুর অঞ্চল	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী।
(১০)	দিনাজপুর অঞ্চল	দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও।
(১১)	খুলনা অঞ্চল	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল।
(১২)	যশোর অঞ্চল	যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ঝিনাইদহ।
(১৩)	বরিশাল অঞ্চল	বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর।
(১৪)	ফরিদপুর অঞ্চল	ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর।

(খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৫টি মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের নাম ঃ

ক্রমিক নং	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের নাম	মেট্রোপলিটন শহর
(১)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, মিরপুর, ঢাকা।	ঢাকা
(২)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	
(৩)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, গুলশান, ঢাকা।	
(৪)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, কামরাংগীরচর, ঢাকা।	
(৫)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, উত্তরা, ঢাকা।	
(৬)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	রাজশাহী
(৭)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, মতিহার, রাজশাহী।	
(৮)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, দৌলতপুর, খুলনা।	খুলনা
(৯)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, লবনচরা, খুলনা।	
(১০)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম
(১১)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, ডবলমুড়িং, চট্টগ্রাম।	
(১২)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	
(১৩)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, আম্বরখানা, সিলেট।	সিলেট
(১৪)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, রূপাতলী, বরিশাল।	বরিশাল
(১৫)	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, তাজহাট, রংপুর।	রংপুর

(গ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরাধীন শ্রেণীভিত্তিক ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের নাম ঃ

ক্রমিক নং	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র (ক্যাটাগরী-১) (১২টি)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র (ক্যাটাগরী-২) (০৮টি)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র (ক্যাটাগরী-৩) (১০টি)
(১)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, দর্শনা, চুয়াডাংগা।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, কামালপুর, বকশীগঞ্জ, জামালপুর।
(২)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, তামাবিল, সিলেট।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বেলুনিয়া, ফেনী।
(৩)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, জকিগঞ্জ, সিলেট।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বিরল, দিনাজপুর।
(৪)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, মংলা, বাগেরহাট।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বাংলাবান্ধা, পঞ্চগড়।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বেতুলী (ফুলতলা), মৌলভীবাজার।
(৫)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, ভোমরা, সাতক্ষীরা।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, চাতালপুর, মৌলভীবাজার।
(৬)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বেনাপোল, যশোর।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বিবির বাজার, কুমিল্লা।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
(৭)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, নদী বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, দৌলতগঞ্জ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
(৮)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, শেওলা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
(৯)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর।	-	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, ভুরুঙ্গমারী, কুড়িগ্রাম।
(১০)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।	-	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।
(১১)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম।	-	-
(১২)	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট।	-	-

(ঘ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টার (ক্যাটাগরী-১) (২৮টি)	হর্টিকালচার সেন্টার (ক্যাটাগরী-২) (২৫টি)	হর্টিকালচার সেন্টার (ক্যাটাগরী-৩) (২০টি)
(১)	হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা।	হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা	হর্টিকালচার সেন্টার, নাওজোড়, গাজীপুর
(২)	হর্টিকালচার সেন্টার, নূরবাগ, গাজীপুর।	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার, ঢাকা	হর্টিকালচার সেন্টার, ভবানীপুর, গাজীপুর
(৩)	হর্টিকালচার সেন্টার, জামালপুর।	হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবাগান, টাংগাইল	হর্টিকালচার সেন্টার, পোড়াবাড়ী, গাজীপুর
(৪)	হর্টিকালচার সেন্টার, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ।	হর্টিকালচার সেন্টার, ধনবাড়ী, টাংগাইল	হর্টিকালচার সেন্টার, হাজীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
(৫)	হর্টিকালচার সেন্টার, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ।	হর্টিকালচার সেন্টার, মেহেদীবাগ, সিলেট	হর্টিকালচার সেন্টার, নরসিংদী
(৬)	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাজনডাঙ্গা, ফরিদপুর।	হর্টিকালচার সেন্টার, লংগদু, রাংগামাটি	হর্টিকালচার সেন্টার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
(৭)	হর্টিকালচার সেন্টার, কল্যাণপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়াডাংগা, রাজশাহী
(৮)	হর্টিকালচার সেন্টার, নাটোর	হর্টিকালচার সেন্টার, ঈশ্বরদী, পাবনা।	হর্টিকালচার সেন্টার, রামচন্দ্রপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
(৯)	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিলংজা, কক্সবাজার।	হর্টিকালচার সেন্টার, মাগুরা	হর্টিকালচার সেন্টার, ফুলদিঘী, বগুড়া
(১০)	হর্টিকালচার সেন্টার, টেবুনিয়া, পাবনা।	হর্টিকালচার সেন্টার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ
(১১)	হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুর।	হর্টিকালচার সেন্টার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	হর্টিকালচার সেন্টার, খুলনা টাউন, খুলনা
(১২)	হর্টিকালচার সেন্টার, খয়েরতলা, যশোর।	হর্টিকালচার সেন্টার, মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি	হর্টিকালচার সেন্টার, জেলরোড, কুষ্টিয়া
(১৩)	হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুর, খুলনা	হর্টিকালচার সেন্টার, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি	হর্টিকালচার সেন্টার, মেহেরপুর টাউন, মেহেরপুর।
(১৪)	হর্টিকালচার সেন্টার, বারাদী, মেহেরপুর।	হর্টিকালচার সেন্টার, আসামবস্তি, রাংগামাটি	হর্টিকালচার সেন্টার, চুয়াডাংগা
(১৫)	হর্টিকালচার সেন্টার, রহমতপুর, বরিশাল।	হর্টিকালচার সেন্টার, কাপ্তাই, রাংগামাটি	হর্টিকালচার সেন্টার, ইছাকাঠি, বরিশাল
(১৬)	হর্টিকালচার সেন্টার, শাসনগাছা, কুমিল্লা।	হর্টিকালচার সেন্টার, আজিজনগর, বান্দরবান।	হর্টিকালচার সেন্টার, পটুয়াখালী
(১৭)	হর্টিকালচার সেন্টার, রাতৈল, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।	হর্টিকালচার সেন্টার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।	হর্টিকালচার সেন্টার, বরগুনা
(১৮)	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজবাড়ী	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাতুরিয়া, নাটোর	হর্টিকালচার সেন্টার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
(১৯)	হর্টিকালচার সেন্টার, রামু, কক্সবাজার।	হর্টিকালচার সেন্টার, নারানখাইয়া, খাগড়াছড়ি।	হর্টিকালচার সেন্টার, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম
(২০)	হর্টিকালচার সেন্টার, পাঁচগাছিয়া, ফেণী।	হর্টিকালচার সেন্টার, বালুখালী, রাংগামাটি	হর্টিকালচার সেন্টার, টাংগাইল
(২১)	হর্টিকালচার সেন্টার, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	হর্টিকালচার সেন্টার, নানিয়ারচর, রাংগামাটি	-
(২২)	হর্টিকালচার সেন্টার, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট।	হর্টিকালচার সেন্টার, নাইক্ষংছড়ি, বান্দরবান	-
(২৩)	হর্টিকালচার সেন্টার, খেজুরবাগান, খাগড়াছড়ি।	হর্টিকালচার সেন্টার, শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ।	-
(২৪)	হর্টিকালচার সেন্টার, দিনাজপুর	হর্টিকালচার সেন্টার, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	-
(২৫)	হর্টিকালচার সেন্টার, বালাঘাটা, বান্দরবান।	হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবিথী, আসাদগেট, ঢাকা।	-
(২৬)	হর্টিকালচার সেন্টার, বনরূপা, রাংগামাটি।	-	-
(২৭)	হর্টিকালচার সেন্টার, মাদারীপুর	-	-
(২৮)	হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া।	-	-

(ঙ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর নাম ঃ

ক্রমিক নং	ইনস্টিটিউটের নাম
(১)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
(২)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিমুলতলী, গাজীপুর।
(৩)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
(৪)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
(৫)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট।
(৬)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গঙ্গাবর্দী, ফরিদপুর।
(৭)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রহমতপুর, বরিশাল।
(৮)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দৌলতপুর, খুলনা।
(৯)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
(১০)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাবাজার, গাইবান্ধা।
(১১)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তাজহাট, রংপুর।
(১২)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গৃধানারায়নপুর, শেরপুর।
(১৩)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।
(১৪)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হোমনা, কুমিল্লা।
(১৫)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ।
(১৬)	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ জুন ২০১৪

নং ১২.০৫২.০২৮.০০.০০.০০১.২০১০ (অংশ-২)-১০৪৮—কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিম্নে বর্ণিত ০৭টি আঞ্চলিক অফিস ও বীজ পরীক্ষাগারের তালিকা অনুমোদন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগারের নাম	আওতাধীন জেলাসমূহের নাম
(১)	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	ঢাকা বিভাগের আওতাধীন সকল জেলাসমূহ
(২)	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন সকল জেলাসমূহ
(৩)	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী	রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন সকল জেলাসমূহ
(৪)	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস, খুলনা অঞ্চল, খুলনা	খুলনা বিভাগের আওতাধীন সকল জেলাসমূহ
(৫)	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল	বরিশাল বিভাগের আওতাধীন সকল জেলাসমূহ
(৬)	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস, সিলেট অঞ্চল, সিলেট	সিলেট বিভাগের আওতাধীন সকল জেলাসমূহ
(৭)	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস, রংপুর অঞ্চল, রংপুর	রংপুর বিভাগের আওতাধীন সকল জেলাসমূহ

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে]

কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ জুন ২০১৪

নং **১২.০৫২.০২৮.০০.০০.০০১.২০১০(অংশ-২)-১০৪২**—কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৬-১১-৮৩ তারিখের পত্র নং কৃষি-১/বীজ-১৮/৮৩/৯৫৬ ও ২১-০৩-৮৪ তারিখের পত্র নং সম্প্র-১/ক-৩৬/৮৩-২৭৭ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৪-২০১৩ তারিখের ০৫.০১.০০৩. ১৫৭. ২৮. ০১১.১১ (খন্ড-১)-৫৯ ও অর্থ বিভাগের ০২-১০-২০১৩ তারিখের ০৭.১৫৪.০১৫.১২.০১.০০২.২০১০-৩০৬ নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অংশের পদসমূহের নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা হলো ঃ

ক্র/নং	পদের নাম	বেতন গ্রেড	কর্তব্য পদের সংখ্যা		১০% সংরক্ষিত	সর্বমোট
(১)	মহাপরিচালক	গ্রেড-১	১	১		১
(২)	পরিচালক	গ্রেড-২	৮			
	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী		১	৯	১	১০
(৩)	অতিরিক্ত পরিচালক	গ্রেড-৩	২৯			
	অধ্যক্ষ		১৬			
	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার		৭			
	অতিরিক্ত পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী		৩	৫৫	৩	৫৮
(৪)	উপাধ্যক্ষ	গ্রেড-৫	১৬			
	উপপরিচালক		১৪৯			
	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার		৬৪			
	মুখ্য প্রশিক্ষক		৮০			
	উপ পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী		৬			
	জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার		৬৪			
	প্রধান সীড টেকনোলজিস্ট		১			
	সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার		৭	৩৮৭	১৯	৪০৬
(৫)	অতিরিক্ত উপপরিচালক	গ্রেড-৬	৩১			
	অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান)		৬৪			
	অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি)		৬৪			
	অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য)		৬৪			
	অতিরিক্ত কৃষি অফিসার		৪৮৭			
	উপজেলা কৃষি অফিসার		৪৮৭			
	উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক		১৬			
	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার		১৫			
	অতিরিক্ত উপপরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী		৩			
	সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার		১	১২৩২	৬৪	১২৯৬
(৬)	উদ্যানতত্ত্ববিদ	গ্রেড-৯	৫৩			
	কীটতত্ত্ববিদ		২			
	কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার		৯৯১			
	পেস্ট কন্ট্রোল অফিসার		২			
	পেস্টিসাইড রেগুলেশন অফিসার		২			
	প্রকাশনা অফিসার		১			
	প্রশিক্ষক		১২৮			
	মাশরুম উন্নয়ন অফিসার		৪			
	রসায়নবিদ		৩			
	সংগনিরোধ কীটতত্ত্ববিদ		৩			
	সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ		৩৩			
	বীজ প্রত্যয়ন অফিসার		৬৪			
	নমুনা সংগ্রহ অফিসার		৭৩			
	পাবলিকেশন অফিসার		১			
	বীজ রোগতত্ত্ববিদ		২			
	বীজ বিশ্লেষক		১১			
	সীড প্যাথলজিস্ট		৭	১৩৮০	৫৩	১৪৩৩
			সর্বমোট =	**৩০৬৪**	**১৪০**	**৩২০৪**

মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ জুন ২০১৪

নং ১২.০৫২.০২৮.০০.০০.০০১.২০১০(অংশ-২)-১০৪৩— কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২১-০৩-৮৪ তারিখের পত্র নং-সম্প্র-১/ক-৩৬/৮৩-২৭৭ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৪-২০১৩ তারিখের ০৫.০১.০০৩.১৫৭.২৮.০১১.১১ (খণ্ড-১)-৫৯ ও অর্থ বিভাগের ০২-১০-২০১৩ তারিখের ০৭.১৫৪.০১৫.১২.০১.০০২.২০১০-৩০৬ নং সূত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পদসমূহের নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা হলো ঃ

শ্রেণী	পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
ক্যাডার পদ	মহাপরিচালক	১	১	
	পরিচালক	২	৮	
	অতিরিক্ত পরিচালক	৩	২৯	
	অধ্যক্ষ	৩	১৬	
	উপাধ্যক্ষ	৫	১৬	
	উপপরিচালক	৫	১৪৯	
	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার	৫	৬৪	
	মুখ্য প্রশিক্ষক	৫	৮০	
	অতিরিক্ত উপপরিচালক	৬	৩১	
	অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান)	৬	৬৪	
	অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি)	৬	৬৪	
	অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য)	৬	৬৪	
	অতিরিক্ত কৃষি অফিসার	৬	৪৮৭	
	উপজেলা কৃষি অফিসার	৬	৪৮৭	
	ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষক	৬	১৬	
	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার	৬	১৫	
	উদ্যানতত্ত্ববিদ	৯	৫৩	
	কীটতত্ত্ববিদ	৯	২	
	কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার	৯	৯৯১	
	পেস্ট কন্ট্রোল অফিসার	৯	২	
	পেস্টিসাইড রেগুলেশন অফিসার	৯	২	
	প্রকাশনা অফিসার	৯	১	
	প্রশিক্ষক	৯	১২৮	
	মাশরুম উন্নয়ন অফিসার	৯	৪	
	রসায়নবিদ	৯	৩	
	সংগনিরোধ কীটতত্ত্ববিদ	৯	৩	
	সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ	৯	৩৩	
	ক্যাডার মোট=		**২৮১৩**	
নন-ক্যাডার পদ (১ম শ্রেণী)	উপপ্রধান	৫	২	
	সিনিয়র উৎপাদন অর্থনীতিবিদ	৫	১	
	উৎপাদন অর্থনীতিবিদ	৬	২	
	কৃষি অর্থনীতিবিদ	৬	২	
	নির্বাহী প্রকৌশলী	৬	১	
	প্রোগ্রামার	৬	১	
	সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী	৬	১৪	
	সহকারী পরিচালক	৬	৩	
	সহকারী প্রধান	৬	২	
	কৃষি প্রকৌশলী	৯	৬৪	
	গবেষণা কর্মকর্তা	৯	২	
	যান্ত্রিক প্রকৌশলী	৯	১	
	পরিসংখ্যান অফিসার	৯	৪	
	সহকারী প্রকৌশলী	৯	২	
	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১	
	হিসাব রক্ষণ অফিসার	৯	২	
	নন-ক্যাডার মোট=		**১০৪**	
২য় শ্রেণী	উদ্ভিদ সংগনিরোধ পরিদর্শক	১০	২১	
	উপসহকারী প্রকৌশলী	১০	৪	
	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	১০	৬	
	নার্সারি তত্ত্বাবধায়ক	১০	২০	
	প্রটোকল অফিসার	১০	১	
	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০	৪	
	বাজেট অফিসার	১০	২	
	স্টোর অফিসার	১০	১	
	সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	১০	৪৮৭	
	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১০	১	
	২য় শ্রেণী মোট		**৫৪৭**	
৩য় শ্রেণী	উপসহকারী উদ্যান কর্মকর্তা	১১	২২৭	
	উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা	১১	৫০২	
	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	১১	১৪০৯২	
	উপসহকারী প্রশিক্ষক	১১	৪৮	
	উপসহকারী সংগনিরোধ কর্মকর্তা	১১	২৬	
	সহকারী মাশরুম উন্নয়ন অফিসার	১১	৪	
	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১১	২	
	ঊর্ধ্বতন হিসাব রক্ষক	১২	৬	
	অডিটর	১৩	৬	
	প্রধান সহকারী	১৩	১২০	
	বাজেট সহকারী	১৩	১	
	ব্যক্তিগত সহকারী	১৩	১৮২	
	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৩	৯	
	হিসাব রক্ষক	১৩	২৪	
	অডিট সুপার	১৩	১	
	অটোমোবাইল মেকানিক	১৪	২	
	উচ্চমান সহকারী	১৪	৪৭	
	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	১৪	৫৫৫	
	কেয়ারটেকার	১৪	১	
	গুদাম রক্ষক	১৪	৭৮	
	পরিসংখ্যান সহকারী	১৪	১৮	
	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪	৩০	
	সার্ভেয়ার	১৪	২	
	স্টোর কীপার	১৪	৯৭	
	ড্রাফটস্ ম্যান	১৫	১	
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬	২	

শ্রেণী	পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১৩৮৭	
	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৭	
	ইলেকট্রিশিয়ান	১৬	১৮	
	ক্যাশিয়ার	১৬	৮১	
	গ্রাফিকস্ ডিজাইনার	১৬	১	
	ট্রাক্টর/পাওয়ার টিলার ড্রাইভার	১৬	৪৪	
	ট্রাক ড্রাইভার	১৬	২	
	ড্রাইভার	১৬	২৩৫	
	পাম্প/জেনারেটর অপারেটর	১৬	১৬	
	পাম্প অপারেটর	১৬	২	
	প্ল্যান্ট অবজারভার	১৬	৩০	
	মাঠ সহকারী	১৬	১২	
	লাইব্রেরিয়ান	১৬	১৬	
	ল্যাবরেটরি এসিস্টেন্ট	১৬	২	
	সহকারী মেকানিক	১৬	৬৪	
	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১৬	১	
	প্লাম্বিং মিস্ত্রি	১৭	১৭	
	রেকর্ড কিপার	১৭	২	
	স্প্রেয়ার মেকানিক	১৮	৫০২	
	ক্যাশ সরকার	১৯	২	
	দপ্তরী	১৯	৬	
	রেকর্ড সাপ্লাইয়ার	১৯	৪	
	কুক	২০	৮৭	
	৩য় শ্রেণী মোট		**১৮৬২১**	
৪র্থ শ্রেণী	লিফটম্যান	১৯	৪	
	ক্লিনার	২০	১	
	ফার্ম লেবার	২০	৭৪৮	
	মালী	২০	৩২	
	লাইব্রেরি এসিস্টেন্ট	১৯	১	আউটসোর্সিং
	অফিস গার্ড	২০	২০	
	অফিস গার্ড	২০	৮	আউটসোর্সিং
	এমএলএসএস	২০	৭৭৬	
	এমএলএসএস	২০	১৪৯	আউটসোর্সিং
	কার্য সহকারী	২০	৪	আউটসোর্সিং
	গার্ড	২০	১৪৪১	
	গার্ড	২০	২৪	আউটসোর্সিং
	গার্ডেনার	২০	৬৫	আউটসোর্সিং
	ফটোকপি অপারেটর	২০	১	আউটসোর্সিং
	লাইব্রেরি এটেনডেন্ট	২০	১	আউটসোর্সিং
	ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট	২০	১৮	আউটসোর্সিং
	সুইপার	২০	৬০৬	
	সুইপার	২০	১৭	আউটসোর্সিং
	স্পন উৎপাদন কর্মী	২০	৬	আউটসোর্সিং
	সহকারী কুক	২০	৩৫	আউটসোর্সিং
	৪র্থ শ্রেণী মোট		**৩৯৫৭**	
	সর্বমোট=		**২৬০৪২**	

মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ জুন ২০১৪

নং ১২.০৫২.০২৮.০০.০০.০০১.২০১০(অংশ-২)-১০৪৪— কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৬-১১-৮৩ তারিখের পত্র নং কৃষি-১/বীজ-১৮/৮৩/৯৫৬ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৪-২০১৩ তারিখের ০৫.০১.০০৩. ১৫৭.২৮.০১১.১১(খণ্ড-১)-৫৯ ও অর্থ বিভাগের ০২-১০-২০১৩ তারিখের ০৭.১৫৪.০১৫.১২.০১.০০২. ২০১০-৩০৬ নং সূত্রের প্রেক্ষিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পদসমূহের নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা হলো :

শ্রেণী	পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
ক্যাডার পদ	পরিচালক	২	১	
	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার	৩	৭	
	অতিরিক্ত পরিচালক	৩	৩	
	উপ পরিচালক	৫	৬	
	জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার	৫	৬৪	
	প্রধান সীড টেকনোলজিস্ট	৫	১	
	সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার	৫	৭	
	অতিরিক্ত উপপরিচালক	৬	৩	
	সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার	৬	১	
	বীজ প্রত্যয়ন অফিসার	৯	৬৪	
	নমুনা সংগ্রহ অফিসার	৯	৭৩	
	পাবলিকেশন অফিসার	৯	১	
	বীজ রোগতত্ত্ববিদ	৯	২	
	বীজ বিশ্লেষক	৯	১১	
	সীড প্যাথলজিস্ট	৯	৭	
	ক্যাডার পদ মোট		২৫১	
নন-ক্যাডার (১ম শ্রেণী)	হিসাব রক্ষণ অফিসার	৯	১	
	নন-ক্যাডার মোট		১	
২য় শ্রেণী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০	১	
	২য় শ্রেণী মোট		১	
৩য় শ্রেণী	উপসহকারী ভ্যারাইটি টেস্টিং অফিসার	১১	৩	
	প্রধান সহকারী	১৩	১	
	ব্যক্তিগত সহকারী	১৩	১১	
	স্টোর কীপার	১৪	১	
	মেকানিক	১৪	১	
	কেয়ার টেকার	১৪	১	
	অডিটর	১৪	১	
	উচ্চমান সহকারী	১৪	১	
	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১৪	৭	
	পেশ ইমাম	১৬	১	
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৮৫	
	ইলেকট্রিশিয়ান	১৬	১	
	প্লাম্বার	১৬	১	
	ল্যাবরেটরি এসিস্টেন্ট	১৬	৯	
	সহকারী গুদাম রক্ষক	১৬	১	
	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১৬	১	
	গাড়ীচালক	১৬	১১	

শ্রেণী	পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
	ট্রাক্টর/পাওয়ার টিলার অপারেটর	১৬	১	
	হিসাবরক্ষক	১৬	১	
	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	১	
	৩য় শ্রেণী মোট		১৪০	
৪র্থ শ্রেণী	রেকর্ড কীপার	১৮	১	
	মাল্টিমিডিয়া অপারেটর	১৮	১	
	এমএলএসএস	২০	৮৩	
	গার্ড	২০	৭১	
	সুইপার	২০	২	
	ট্যাগ সহকারী	২০	১	আউটসোর্সিং
	ক্লিনার	২০	২	আউটসোর্সিং
	ক্যাশ সরকার	১৮	১	
	ট্রেনিং রুম এটেনডেন্ট	২০	১	আউটসোর্সিং
	কুক	২০	১	আউটসোর্সিং
	এমএলএসএস	২০	৯	আউটসোর্সিং
	গার্ড	২০	৩	আউটসোর্সিং
	৪র্থ শ্রেণী মোট		১৭৬	
	সর্বমোট		৫৬৯	

মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ১ আষাঢ় ১৪২১/১৬ জুলাই ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১২৯.১৩-৭৯০—বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম মজুমদার (৬০২৩) গত ২০ জুন ২০১৪ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কুমিল্লায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)।

২। মরহুম মোঃ ফরিদুল ইসলাম মজুমদার ০১ অক্টোবর ১৯৬৫ তারিখ কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৫ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ০৮-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি পান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মোঃ ফরিদুল ইসলাম মজুমদার দীর্ঘ চাকরি জীবনে একজন কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ বহু আত্মীয়স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মোঃ ফরিদুল ইসলাম মজুমদার-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি অকৃত্রিম সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ১২ শ্রাবণ ১৪২১/২৭ জুলাই ২০১৪

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৪.০০১.০১/০৮-৭৫৩—বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সাবেক সংসদ সদস্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাবেক সম্মানিত সদস্য সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেবী মওদুদ ২৫ জুলাই ২০১৪ তারিখ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

বেবী মওদুদ ১৯৪৮ সনের ২৩ জুন একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম বিচারপতি আব্দুল মওদুদ ও মাতা মরহুমা হেদায়েতুননেছার ছয় পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। পড়া লেখার পাশাপাশি ১৯৬৭ সন থেকেই তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি নবম জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। সংসদীয় কমিটিতে তাঁর গঠনমূলক ভূমিকা ও অভিভাবকত্ব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে যে গতি সঞ্চারণ করে তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মারণ করি।

ব্যক্তিগত জীবনে বেবী মওদুদ ছিলেন নিরহংকারী, মিতাচারী, সদালাপী ও স্নেহপ্রবণ। তিনি চিন্তা চেতনায় একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন, অন্তরের গভীর থেকে প্রতিবন্ধী ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য তাঁর ছিল অফুরান ভালোবাসা। সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। অনেক অমর গ্রন্থের রচনা ও সংকলনে তাঁর অনবদ্য অবদান তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও তার সকল দপ্তর/সংস্থার সব সোপানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাভিভূত। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

নাছিমা বেগম এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ৬ মে ২০১৪

নং শাখা-৫/৫সি-১৬/২০১০/৮২—যেহেতু, আপনি জনাব গাজী শওকত আলী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার, বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরপুর গণপূর্ত বিভাগ, শেরপুর। আপনি কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগে ০৪-০৫-২০০৬ তারিখ হতে ১৫-০৪-২০১০ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আবাসিক এলাকায় প্লট নং ৫, ব্লক-বি এর ৭.৫০ কাঠা জমির মূল বরাদ্দ প্রাপক হাজী গোলাম কাদের এর মৃত্যুতে তার বৈধ ওয়ারিশগণের অনুকূলে প্লটের নামজারীর ব্যাপারে আনুসংগিক কাগজ পত্রাদি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর দাখিল করেন। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ২১-০৭-২০০৯ তারিখে মূল লীজ গ্রহীতার ওয়ারিশদের অনুকূলে নামজারীর অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নামজারীকৃত/ব্যক্তিগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে আপনি ১০-১১-২০০৯ তারিখে ১০৬৪ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করেন, তাতে প্লট নং ৫, ব্লক-বি এর ৭.৫০ কাঠা জমির আমমোক্তার নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেন;

যেহেতু, আপনি জনাব গাজী শওকত আলী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে স্মারক নং ২৬৫৩, তারিখ ০১-০৬-২০০৯ এর মাধ্যমে প্রথম প্রতিবেদনে প্লটটিতে আমমোক্তারনামা নিয়োগের তথ্য প্রেরণ করেননি এবং ২য় প্রতিবেদনে আমমোক্তার নিয়োগের তথ্য প্রদান করেন। এর ফলে প্লটটি নিয়ে আইনগত/বিধিগত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে আপনার নিকট হতে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে আপনি যে ব্যাখ্যা দাখিল করেছেন; তা সন্তোষজনক নয়;

যেহেতু, আপনি জনাব গাজী শওকত আলী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার, বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরপুর গণপূর্ত বিভাগ, শেরপুর উক্ত ৭.৫০ কাঠা প্লটের প্রকৃত তথ্য গোপন করেছেন; যা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণের" সামিল;

যেহেতু জনাব গাজী শওকত আলী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সাবাজার গণপূর্ত বিভাগ, কক্সাবাজার, বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরপুর গণপূর্ত বিভাগ, শেরপুর'কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো এবং উক্ত বিধির ৪(৩) (ডি) বিধি মোতাবেক কেন আপনাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না বা উক্ত বিধির আওতায় অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না;

সেহেতু আপনার এহেন কার্যকলাপ ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি ৩ (বি) উপ-বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইল। উক্ত বিধিমালার ৪ নং বিধি বলে কেন আপনাকে শাস্তি প্রদান করা হইবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু আপনার লিখিত জবাব এই অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু আপনি লিখিত জবাবে ব্যক্তিগত শুনানীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু সার্বিক পর্যালোচনান্তে জনাব গাজী শওকত আলী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার, বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরপুর গণপূর্ত বিভাগ, শেরপুর এর বিরুদ্ধে প্রণীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে;

সেহেতু জনাব গাজী শওকত আলী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার, বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরপুর গণপূর্ত বিভাগ, শেরপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর ৪ (২) এর (এ) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড প্রদান করা হইল।

মোঃ গোলাম রব্বানী
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

অফিস আদেশ

তারিখ, ১৭ এপ্রিল ২০১৪

নং ৪০.০১০.০৩৮.০১.০০.০৭১.২০১০-৮৪৩—যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ১১-০২-২০১৪ তারিখে শ্রম কল্যান কেন্দ্র, তেজগাঁও পরিদর্শন কালে কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডাঃ সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন। এ প্রেক্ষিতে তাকে একই তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে তাকে কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির অভিযোগে কেন তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তাঁর কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়।

যেহেতু ডাঃ সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আলোচ্য দিনে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করেছেন।

সেহেতু ডাঃ সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, শ্রম কল্যান কেন্দ্র, তেজগাঁও এর এটি প্রথম অপরাধ বিবেচনায় ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

মিকাইল শিপার
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১৪ জুলাই ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-০৮/২০১৪-৩৭৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব কাজী হাফেজ মোঃ নাজেম, পিতা-কাজী হাফেজ মোঃ নজির আহম্মদ, মাতা-মৃত আচমতের নেছা, ঠিকানা-৩০২/০৪, কাপ্তান বাজার (জান নগর), ডাকঘর-কুমিল্লা-৩৫০০, উপজেলা-আদর্শ সদর, জেলা-কুমিল্লা)। এই আইন ও উহার অধীন

প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ৪নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ শ্রাবণ ১৪২১/২৭ জুলাই ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১২০.২৭.০০৩.১১.১৫৩—যেহেতু খন্দকার মোহাম্মদ আলী, সহকারী পরিচালক (প্রেস), বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয় (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে ২৪-১১-২০১১ তারিখে বিভাগীয় মামলা চালু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১৮-১২-২০১১ তারিখ কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের জন্য আবেদন করেননি। বিভাগীয় মামলার কৈফিয়তের জবাব পর্যালোচনান্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিষয়টি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় গত ১০-০১-২০১২ তারিখের আদেশ মূলে জনাব সোলতান আহমদ, যুগ্মসচিব, প্রাক্তন উপ-সচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ১১-১১-২০১২ তারিখে প্রতিবেদন পেশ করেন;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় পুন: তদন্ত করানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় গত ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ পুন:তদন্তপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য জনাব সোলতান আহমদ, যুগ্মসচিব, প্রাক্তন উপ-সচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ২৫-০৬-২০১৪ তারিখে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন।

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন তদন্ত কর্মকর্তা সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেছেন, "খন্দকার মোহাম্মদ আলী, সহকারী পরিচালক (প্রেস), বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয় (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তিনি দোষী নয়।"

সেহেতু, খন্দকার মোহাম্মদ আলী, সহকারী পরিচালক (প্রেস), বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয়-কে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি"-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।